যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত”

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের আলোচনার বিষয়, **“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত”**

পবিত্র কুরআন ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত নম্বর ১৬৯ঃ

☆ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থঃ **“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, ‘তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না’ বরং ‘তারা জীবিত, তারা তাদের রব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত’।”**

morningbrightness.fi

একটি হাদিসঃ মুসলিম ১৮৭৭, আহমদ ৩/১২৬ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে, তারা কখনো দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করে না কিন্তু শহিদগণ এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, **'তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে'** কেননা তারা স্বচক্ষে 'শাহাদাতের মর্যাদা' দেখেছে।

আর একটি হাদিসঃ আহমদ ১/২৬৫ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। তোমাদের ভাইদেরকে যখন ওহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখিসমূহের দেহের মধ্যে রেখে দেন যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজীর ফল আহার করে, জান্নাতি নদীর পানি পান করে এবং আরশের ছায়ার নিচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে। যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয়, তখন বলতে থাকে, 'আমাদের জগৎবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের খবর পেতো তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতো না এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করত না'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **'তোমরা নিশ্চিত থাকো আমি জগৎবাসীকে এর সংবাদ পৌঁছে দেব'** - তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

শহীদ কত প্রকারঃ বুখারী ৬৫৩, ২৮২৯; মুসলিম ১৯১৪ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, **শহীদ পাঁচ প্রকারঃ**

mormonbrightness.fi

১। মহামারীতে মৃত্যু

২। কলেরায় মৃত্যু

৩। পানিতে ডুবে মৃত্যু

৪। দেয়ালে চাঁপা পড়ে মৃত্যু

৫। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে মৃত্যু

আরেকটি হাদিসঃ মুসলিম ১৯১৫ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, **'তোমরা নিজেদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর?'** সাহাবা কিরাম (রা) উত্তরে বলেন, **'ইয়া রাসুলুল্লাহ, যে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে সে শহীদ'**। তিনি বললেন, **"তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদদের সংখ্যায় হবে সামান্য মাত্র"**। সাহাবা কিরাম (রা) নিবেদন করেন, **ইয়া রাসুলুল্লাহ, তাহলে তারা কারা?** উত্তরে বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হলো, সে শহীদ; যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে, সে শহীদ; যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায়, সে শহীদ; যে ব্যক্তি পেটের পীরায় মারা যায়, সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে যার মৃত্যু হল, সেও শহীদ"

morningbrightness.fi

আরেকটি হাদিসঃ আবু দাউদ ৩৯৯৩/৪৭৭২, তিরমিজি ১১৪৮/১৪২১ঃ হযরত আওয়ার ইবনে যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। পৃথিবীতে যে দশজনের পক্ষে জান্নাত হাসিলের সাক্ষী প্রদান করা হয়, তিনি তাদের একজন। তিনি বলেন রাসুল (সা) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ; যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ; যে ব্যক্তি দিনের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ; যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত, 'শহীদি মৃত্যুর দ্বীনের কাজ করতে করতে আমাদের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়', তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ রাহমানুর রাহিম আমাদেরকে দয়া করে শহীদি মর্যাদা দান করবেন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

morningbrightness.fi